panchthupi H.G college
Dept of philosophy

A dept seminar will be held on 19.07.2019
subject- Concept of AHIMSA in Indian philosophy
Speaker- Jaganmoy Ghosh

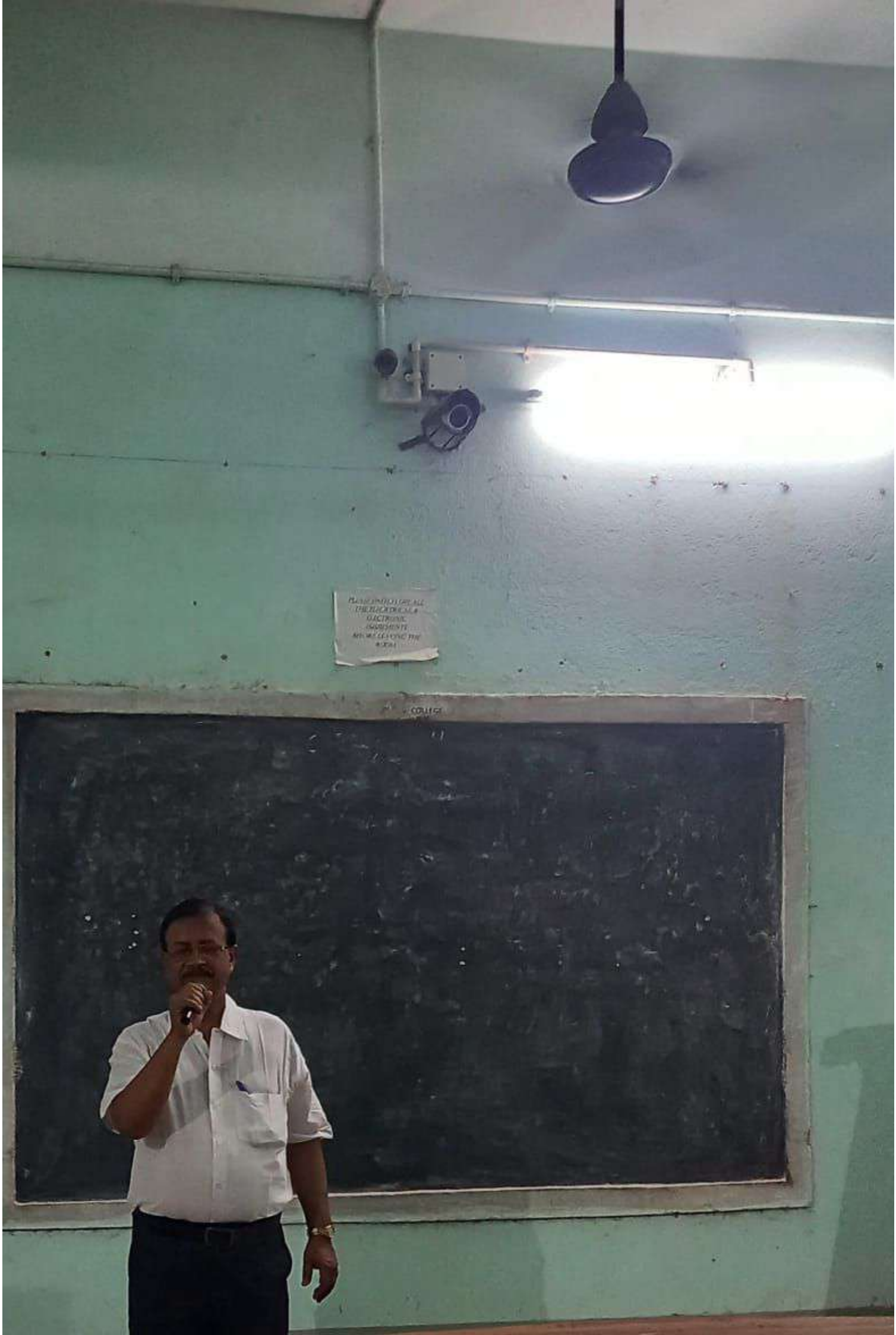

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1)	Sikha khatun	G.N
2)	Munni khatun	G.EN
3)	Rani khatun	GEN
4	Rejia sultana	Gen
5)	Swapna Khatun	Hons
6)	Jayshree Das	Hons
7)	Tapasi Ghosh	Hons.
8)	Suparna Das	Hons.
9)	Nandita Mondal	Hons.
10)	Tanima Pal	Hons.
11)	Riya Ghosh	Hons.
12)	Baishakhi Roy	Hons
13)	Laboni Sarkar.	Pass.
14)	Snigdha Mondal	Hons
15)	Purobi Ghosh.	Hons.
16)	Minati Hansda	Pass
17)	Poly Ghosh	Pass
18)	Swraboni Patra	G.EN
19)	Rimki Das	Gen
20)	Puja Saha	Gen
21)	Sima Pal	G.E.N.
22)	Lina karmakar	G.E.N
23)	Suchandra Das	Hons.
24)	Rajeshwari Dey	Hons.
25)	Protiksha Pal	Hons.
26)	Anushree Dalal	Hons
27)	Sheuli Pal	Hons
28)	Krishna Kundu	Hons
29)	Mahuya Karmakar	Hons
30	Mili Mondal	Hons
31)	Mousumi Mondal	Hons
32)	Falguni Mondal	Hons

PANCHTHUPI H.G COLLEGE

A DEPARTMENTAL SEMINAR OF PHILOSOPHY

Date- 19.07.2019

Speaker- JAGANMOY GHOSH

CONCEPT OF AHIMSA IN INDIAN PHILOSOPHY

ভারতীয় দর্শনে অহিংসার ধারণা

অহিংস ধারণার উৎপত্তি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পাওয়া। ধারণাটি *অহিংসা* বা অহিংস্র বৃহত্তর ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়, যা একটি মূল গুণাবলীর একটি [৩] এবং জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এটি একটি বহুমাত্রিক ধারণা, এই ভিত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত যে সমস্ত জীবের মধ্যে ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুলিঙ্গ রয়েছে; অতএব, অন্য সত্তাকে আঘাত করা নিজেকে আঘাত করা। এটি এই ধারণার সাথেও সম্পর্কিত হয়েছে যে কোনও সহিংসতার কর্মফল রয়েছে। যদিও হিন্দুধর্মের প্রাচীন পণ্ডিতরা অগ্রগামী এবং সময়ের সাথে সাথে *অহিংসার* নীতিগুলোকে নিখুঁত করেছেন। ধারণাটি জৈন ধর্মের নৈতিক দর্শনে একটি অসাধারণ মর্যাদায় পৌঁছেছে।

ভারতীয় দর্শনে নীতি ও ধর্মের মিশ্রণ

ভারতীয় দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে সেখানে জীবনের নৈতিক ও ধর্মীয় দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চতুর্বর্গ পুরুষার্থ একাধারে নীতি ও ধর্ম। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মাধ্যমে নৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনে কী প্রেয় ও পরিত্যাজ্য এবং কী শ্রেয় ও অবলম্বনীয় ,ভারতীয় দার্শনিকরা এটাই নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই নৈতিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

অবশ্য ভারতীয় দর্শনে নীতি ও ধর্ম এমনই ভাবে মিলে মিশে আছে যে তাদের কোন একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না, তারা উভয়ে মিলে কখনো হয়েছে নীতিসম্মত ধর্ম আবার কখনো হয়েছে ধর্মসম্মত নীতি।জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে নীতিকেই ধর্ম বলা হয়েছে- ‘অহিংসা ‘কখনো নীতিরূপে আবার কখনো ধর্ম রূপে আখ্যায়িত হয়েছে।

জৈন দর্শনে অহিংসা

জৈন মতে মোক্ষ সাধনায় প্রয়োজন ত্রিরত্ন– ‘সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র।আর সম্যক্ চারিত্র লাভের জন্য জৈনরা পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পঞ্চমহাব্রত হল – অহিংসা ,সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। পঞ্চমহাব্রত এর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল অহিংসা- অন্য চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গ স্বরূপ।

কায়,মন,বাক্যে কোন জীবের ক্ষতি না করা ,ক্ষতির চিন্তা না করাই অহিংসা। হিংসা করা, অন্যকে দিয়ে হিংসা করানো, অপরের হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা- এসবই হিংসার অন্তর্গত।

আবার অহিংসার কেবল না মূলক দিকই নেই,হ্যাঁ মূলক দিকও আছে।কেবল ক্ষতি না করাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ ও হিতকর কর্মানুষ্ঠান ও অহিংসার অন্তর্গত।

বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা

বুদ্ধ পরিকল্পিত অহিংসা কেবল একটি নেতিবাচক ধারণা নয়।’অহিংসা ‘বলতে কেবল হিংসা করা কে বোঝায় না।নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে বিশ্ববাসীর কল্যাণ চিন্তা করা,সকশের প্রতি প্রীতিবোধ প্রণোদিত আচরণ করাই অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য। মৈত্রী, করুণা, মুদিতাও উপেক্ষা বুদ্ধ পরিকল্পিত ব্রহ্মবিহার এর এই চারটি অবস্থার মধ্যে মৈত্রী ও করুণার ধারণায় অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে।

যোগদর্শনে অহিংসা

- যোগদর্শনে অহিংসা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পতঞ্জলির যোগসূত্রে অহিংসার উল্লেখ রয়েছে। যোগদর্শনে যোগের অষ্ট যোগাঙ্গ অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্ট যোগাঙ্গের একটি হচ্ছে যম।অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এগুলিকে যম বলে।যম নিষেধাত্মক বিধিকে বোঝায়।
- অহিংসা বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা অপরকে আঘাত না করা ; অর্থাৎ অহিংসা হচ্ছে সর্ববিধ হিংসাজনক ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা।
- অহিংসা কেবল নীতিমূলক সাধন নয়- অহিংসার একটি ইতিমূলক দিকও আছে এবং তা হলো মৈত্রী। মৈত্রী অহিংসার অন্তর্গত। হিংসা না করা হচ্ছে অহিংসার নেতিবাচক দিক আর মিত্রসুলভ আচরণ করা ,প্রেম-ভালোবাসা বিতরণ ঈরা হচ্ছে অহিংসার ইতিবাচক দিক।

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে অহিংসা

জৈন, বৌদ্ধ ও যোগ দর্শন সহ অন্যান্য ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় যে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ স্বীকার করেছেন তার প্রথম পুরুষার্থ হল ধর্ম। পুরুষার্থের পরিকল্পনায় মোক্ষ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় ধর্মের ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম উপায় বলে পরিগণিত হেও তা কাম ভোগের উপায় নয়। ধর্মের অব্যবহিত লক্ষ্য হল সত্ত্বশুদ্ধি,এবং ধর্মের পরম লক্ষ্য হল মোক্ষ লাভ।তাই বলতে হয় জৈন, বৌদ্ধ ও যোগ দর্শনে দর্শনে প্রত্যক্ষ ভাবে অহিংসার আলোচনা করা হলেও , অন্যান্য ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের কাছেও অহিংসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কেননা যেখানে মোক্ষের ধারণা অন্তর্ভূক্ত সেখানে অহিংসা কে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। হিংসার পথে কখনো মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়।

মহাত্মা গান্ধী ও অহিংসা নীতি

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনে গান্ধীজির চিন্তাধারায় অহিংসার অপরিসীম গুরুত্ব পরিলিক্ষত হয়। গান্ধীজি অহিংসা নীতির উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল অহিংসা। গান্ধীজির ধর্মবিশ্বাসের সূত্রাবলী হিসাবে অহিংসা নীতির উপর অগাধ বিশ্বাসের উপর কথা বলা যায়। অহিংসা নীতির গুরুত্ব প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন: “

without AHIMSA it is not possible to seek and find Truth. Ahimsa and Truth are so intertwined that it is practically impossible to disentangle and separate them. They are like the two sides of a coin, or rather of a smooth unstamped metallic disc. Who can say which is the obverse and which is the reverse.

সমাপ্ত

পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ
দর্শন বিভাগ
আগামী ৫।৯।২০১৯ তারিখে
একটি বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে,
বক্তা- ড. সোমা ঠাকুর
বিষয়- ঋণ ও ঋতর ধারণা

Hinoti Haneda
Poly Ghosh
Swaboni Patra
Rinki Das
Puya Saha
Sima Pal
Lina Karmakar.
Farida Khatun
Parvin Khatun
Arobi Khatun
Ruksar Khatun
Patasi Khatun
Lerina Khatun
Santawana Khatun
Julekha Khatun
Rowonara Khatun
Ajija Khatun
Santana Pal
Lina Adhikari
Rabia Khatun
Rimpa Khatun
Apesa Sultana
Ayesha Siddhika
Rekha Kar
Nurjahan Khatun
Bashira Khatun
Fulbanu Khatun
Dalia Ghosh
Dipika Ghosh
Chaitali Ghosh
Hallika Bagdi
Shraboni Bayen

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

ভারতীয় দর্শনে ঋত ও ঋণের ধারণা

- বৈদিক মানুষের নৈতিক জীবনের দিকনির্দেশক দুটি নীতি হলো ঋত ও ঋণ।
একটি সামঞ্জস্যর নীতি আর অন্যটি যজ্ঞের নীতি

তি হলো
বিশ্বজাগতিক
ভৌতিক ও মানসিক
অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রক।
সমগ্র জগৎ ঋত তথা
সত্য দ্বারা পরিচালিত
হয় বলে বিশ্বাস করা
হতো।
এই নীতির জন্য
দেবতা সূর্য চন্দ্র এবং
জীবের নৈতিক
জীবনে একটি শৃঙ্খ
লক্ষ্য করা যেত।

- দার্শনিক জরাথুস্ট্রর দর্শনে ‘অশ’ নামে একটি শব্দের উল্লেখ আছে
  “Rta=areta=arta=asha”-ঋত শব্দের এই বিবর্তন জেন্দ আবেস্তাতে পাওয়া যায়

- বৈদিক চিন্তায় এই ধারণার প্রমাণ যায় যে, ঈশ্বরীয় তপস্যার ফলে প্রথম উৎপন্ন তত্ত্ব হলো ঋত ও সত্য
জীবনে সত্য ও ন্যায় আচরণ কর্তব্য বলে মনে করা হতো।কোন দর্শনে এর নাম অপূর্ব, আবার কোথাও বা এ, নাম অদৃষ্ট

ত্যাগের আদর্শনির্ভর ভারতীয় দর্শনে নৈতিক জীবনযাপনে যজ্ঞ র ভূমিকা ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রার্থিত বস্তুলাভের ক্ষেত্রে যজ্ঞের কার্যকারিতা ছিলো নিঃসংশয়িত

বিবিধ যজ্ঞ আমাদের ঋণমুক্ত করে
ঋণ তিন প্রকার-
ঋষি ঋণ
দেব ঋণ
পিতৃ ঋণ
‘ঋণ’ শব্দটি এখানে গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

- ঋষি ঋণ মোচনের দ্বারা আমাদের সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা বজায় থাকে
  পিতৃঋণ মোচনের দ্বারা বংশগতির ধারা বজায় থাকে
  দেব ঋণমোচনের দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় হিংসার অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়

ঋণ মোচনের জন্য যে পঞ্চবিধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তা হলো-

- ঋষিযজ্ঞ
- দেবযজ্ঞ
- পিতৃযজ্ঞ
- মনুষ্যযজ্ঞ
- ভূতযজ্ঞ

- ভারতীয় নীতিদর্শন অনুসারে ব্যক্তির ঋণ
  কেবল মনুষ্যত্বের প্রতি নয়, বরং তা সমগ্র জীবের প্রতি বিস্তৃত
  সমগ্র জীবনের সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে জাতি, সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও হয়ে থাকে